সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

رجال حول الرسول ﷺ —এর অনুবাদ

রাসূলের ﷺ সাহচর্যে

আলোকিত সাহাবীদের জীবনী

দ্বিতীয় খণ্ড

খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

রাসূলের ﷺ সাহচর্যে আলোকিত সাহাবীদের জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : শাবান ১৪৪৩ / মার্চ ২০২২
সহযোগী অনুবাদক : মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : বুক সলিউশন, ঢাকা
ISBN : 978-984-95997-3-9
মূল্য : ৳ ৪০০ (চার শত টাকা মাত্র) Price : US $10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

সূচিপত্র

৩১। যায়েদ ইবনে সাবিত রা. ৭
৩২। খালিদ ইবনে সায়ীদ রা. ১৬
৩৩। আবু আইয়ুব আনসারী রা. ২৪
৩৪। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. ৩৪
৩৫। আবু হুরাইরা রা. ৪৫
৩৬। বারা ইবনে মালিক রা. ৫৬
৩৭। উতবা ইবনে গাযওয়ান রা. ৬৩
৩৮। সাবিত ইবনে কায়েস রা. ৬৭
৩৯। উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. ৭২
৪০। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. ৭৮
৪১। আবু জাবির আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. ৮৭
৪২। আমর ইবনে জামুহ রা. ৯১
৪৩। হাবীব ইবনে যায়েদ রা. ৯৭
৪৪। উবাই ইবনে কাব রা. ১০২
৪৫। সাদ ইবনে মুআয রা. ১০৬
৪৬। সাদ ইবনে উবাদা রা. ১১৪
৪৭। উসামা ইবনে যায়েদ রা. ১২৩
৪৮। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. ১৩১
৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ১৩৫
৫০। আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস রা. ১৪৫
৫১। ইমরান ইবনে হুসাইন রা. ১৫০
৫২। সালামা ইবনে আকওয়া রা. ১৫৩

৫৩। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ১৫৭
৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ১৬৬
৫৫। আব্বাদ ইবনে বিশর রা. ১৭৬
৫৬। সুহাইল ইবনে আমর রা. ১৮১
৫৭। আবু মূসা আশআরী রা. ১৮৮
৫৮। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাওসী রা. ১৯৩
৫৯। আমর ইবনুল আস রা. ২০০
৬০। সালিম মাওলা আবু হুজাইফা রা. ২০৯
উপসংহার ২১৬

৩১

যায়েদ ইবনে সাবিত রা.

কুরআনের সংকলক

যদি আপনি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে তিলাওয়াত শুরু করেন, আর প্রচণ্ড আগ্রহভরে ও নিখুঁতভাবে এর চিরসবুজ বিস্তৃত সৌন্দর্যের চারণভূমিতে বিচরণ করতে থাকেন—সূরার পর সূরা, আয়াতের পর আয়াত, তাহলে মনে রাখবেন, এই অপূর্ব ঐশীগ্রন্থের পরিপূর্ণ ও সার্থক সংকলনে যেসব মহান ব্যক্তিগণ সকল কৃতজ্ঞতা ও মূল্যায়ন পাওয়ার অধিকারী, তাদের মধ্যে একজন বরণীয় ব্যক্তি হলেন যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু।

পবিত্র কুরআনকে একটি গ্রন্থরূপে সংকলনের যে ইতিহাস, এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছেন এই মহান সাহাবী; তাকে ছাড়া এই ইতিহাস পাঠ অসম্ভব।

কুরআন সংকলন, সংরক্ষণ ও বিন্যাসে যেসব মহান ও বরকতময় সাহাবীদের স্মরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তাদের গৌরব ও সম্মানের ফুলের পাপড়ি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর একক অবদান সৌরভ ও মহত্ত্বের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ও অনস্বীকার্য।

***

তিনি ছিলেন মদীনার একজন সম্মানিত আনসার সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় উপনীত হন, তখন যায়েদের বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। এই বালক তার গোত্রের লোকজনের সঙ্গেই ইসলামগ্রহণ করেন এবং তার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দুআর প্রেক্ষিতে তিনি বরকতময় হয়ে ওঠেন।
তার পিতা তাকে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সঙ্গে নেন, কিন্তু বয়সের স্বল্পতা ও ক্ষীণকায় শরীরের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত পাঠান।

উহুদ-যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এলে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সমবয়সীদের একটি দলের সঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেন, যুদ্ধে শরীক করার জন্য রাসূলের নিকট সবিনয় অনুরোধ করেন। তার আত্মীয়-স্বজনরা ছিল আরও বেশি আগ্রহী, তারাও রাসূলের নিকট তার ব্যাপারে অনুনয়-বিনয় করে সুপারিশ করছেন এবং অনুমতির আশা পোষণ করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহমাখা দৃষ্টিতে এই বালক ঘোড়সাওয়ারের দিকে তাকালেন; মনে হলো—এই যুদ্ধেও তাকে শরীক করতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করছেন। যা-হোক, তাদের মধ্য থেকে একজন, রাফি ইবনে খাদীজ, রাসূলের নিকট অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার বর্শার চমক দেখাল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, 'আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি একজন দক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী। আমি এটি দিয়ে খুব ভালোভাবেই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারি। দয়া করে আমাকে মুজাহিদদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করেন!' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উদীয়মান উদ্যমী ও সাহসী যুবককে উজ্জ্বল হাসিতে স্বাগত জানালেন এবং তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করলেন। তখন তার সমবয়সীদের ধমনীতে রক্ত যেন ফিনকি দিয়ে উঠল।

তার দেখাদেখি দ্বিতীয় আরেকজন, সামুরা ইবনে জুন্দুব, এগিয়ে এলো। সে এসে তার ছোট, কিন্তু পেশিবহুল শক্তিশালী হাত দুটি প্রদর্শন করল। এতে তার পরিবারের লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, 'সামুরা রাফীকে পরাজিত করতে সক্ষম।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মিত হেসে তাকেও স্বাগত জানালেন এবং যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দিলেন।

সামুরা এবং রাফি—উভয়ের বয়সই পনেরো ছাড়িয়েছে। তাদের শারীরিক গঠনও পৌরুষের আকৃতি লাভ করেছে। এখনো এই বালকদলের ছয়জনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়নি; যাদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সাবিত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও রয়েছেন। তারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করতে সর্বস্ব উজাড় করে এগিয়ে গেল; প্রথমধাপে সবিনয় অনুরোধ করল; দ্বিতীয়ধাপে কান্নাকাটি করে আকুতি জানাল এবং তৃতীয়ধাপে তারা তাদের ক্ষুদ্র শরীরের শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করল। যা-হোক, তারা আসলে বয়সে খুবই ছোট এবং তাদের শারীরিক গঠনও যুদ্ধের জন্য যথাযথ নয়; এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের 'পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে' বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এভাবে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর পথে সক্রিয় মুজাহিদ হিসেবে পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে প্রথম অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন বিশ্বস্ত ও ঈমানদার হিসেবে খুব দ্রুত এবং বিস্ময়করভাবে তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। তিনি কেবল পারদর্শী যোদ্ধা হিসেবেই বেড়ে ওঠেননি, বরং তার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর মেধার উন্মেষও ঘটতে থাকে। তিনি কুরআনের ওহীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতেন, মুখস্থ করতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তা লিপিবদ্ধ করতেন; এভাবে তিনি নিজেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সম্ভারে সাজিয়ে তুললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আশেপাশের রাজ্যের রাজা-বাদশার নিকট তার বার্তা পাঠাতে শুরু করেন, তখন তিনি যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সেসব দেশের কয়েকটি ভাষা শেখার দায়িত্ব দেন। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু খুব দ্রুতই সেসব ভাষা শিখে ফেলেন।

এভাবে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্ব আরও উজ্জ্বলতর হতে থাকে এবং নবগঠিত মুসলিম সমাজে এক সম্মানজনক আসনে উন্নীত হন। সহসাই অন্যান্য মুসলিমদের সম্মান ও গৌরবের কারণ হয়ে ওঠেন।

ইমাম শাবী রহ. বর্ণনা করেন, একদিন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়ায় চড়তে যাবেন, এমন সময় ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জিনটি ধরে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আপনি হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই। দয়া করে আপনি সরে যান।' ইবনে আব্বাস জবাবে বললেন, 'আমাদের উলামা ও বড়দের সাথে এমন আচরণ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

কাবীসা ইবনে জুওয়াইব বর্ণনা করেন, 'যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার বিচার, ফতোয়া, কিরাআত ও ফারায়েজ-শাস্ত্রের প্রধান ছিলেন।' সাবিত ইবনে উবাইদ বর্ননা করেন, 'আমি যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো পরিবারে এত হাস্যোজ্জ্বল এবং মজলিসে এত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আর কাউকে দেখিনি।' ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'সাহাবীদের মধ্যে যারা কুরআনের

শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তারা জানতেন, যায়েদ ইবনে সাবিত 'আর-রাসিখুনা ফিল ইলম' (জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিবর্গ)-এর অন্যতম ব্যক্তি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম যেসব স্তুতিবাক্যে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, এতে এই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে। ভাগ্য তাকে শীঘ্রই এমন একটি গৌরবময় কাজে নিযুক্ত করে সম্মানের চূড়ায় আসীন করবে, যা পুরো ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ—কুরআন সংকলন করা।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়; যাতে তিনি মানুষের জন্য অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতো একজন সতর্ককারী হয়ে ওঠেন। কুরআনের বার্তা এবং মহান আল্লাহর দিকে ডাকা শুরু হয় নিচের আয়াতগুলোর মাধ্যমে :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَ
رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ

পড়েন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড়েন, আর আপনার রব মহামহিম; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক, ৯৬ : ১-৫)